কলকাতার উচ্চ আদালতে

ফৌজদারি পুনর্বিবেচনার এখতিয়ার

<u>আপিলের পক্ষ</u>

বর্তমানঃ

মাননীয় বিচারপতি শম্পা দত্ত (পল)

২০১৯ সালের সিআরআর ১৪০৭

মহুয়া চক্রবর্তী নী মুখার্জি এবং আরেকজন

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও আরেকজন

আবেদনকারীদের জন্য	: শ্রী সৌম্যজিৎ দাস মহাপাত্রা,
	শ্রীমতী মধুরাই সিনহা।
রাজ্যের জন্য	: শ্রী সুদীপ ঘোষ,
	শ্রী বিটাসোক ব্যানার্জি।
বিরোধী দল নং ২ জন্য	: শ্রী মীর আনোয়ার।
শুনানি শেষ হয়েছে	: ১৩.০৯.২০২৩
রায়	**: ০৬.১০.২০২৩**

<u>বিচারপতি শম্পা দত্ত (পল) :</u>

১. বর্তমান সংশোধনীতে বিধাননগরের বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বিচারাধীন ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১০৭ এর অধীনে এম.পি. নং ৩০/২০১৬ এবং বিধাননগরের বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত ৭.০৫.২০১৯ তারিখের আদেশ সহ প্রদত্ত সমস্ত আদেশ বাতিল করার জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে।

২) আবেদনকারীদের মামলাটি হলঃ-বিপরীত পক্ষ নং ২ বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে, বিধাননগর, উত্তর ২৪ পরগনা ২১.০৭.২০১৬-এ এই প্রভাবের জন্য যেঃ-

কলকাতা-৭০০ ৩৯৭-এর ফ্ল্যাট নম্বর জিও, ক্লাস্টার-নবম, পূর্বচল হাউজিং এস্টেট, সল্টলেক সিটি, সেক্টর-III-এর ক্ষেত্রে একজন মিস সুপ্রিয়া বসু যিনি আসল ইজারা গ্রহীতা/বাড়িওয়ালা ছিলেন, আবেদনকারী নম্বর ১-কে ভাড়াটিয়া হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করেন এবং তারপরে আবেদনকারী নম্বর ১-এর বিরুদ্ধে উচ্ছেদ করার জন্য একটি মামলা দায়ের করেন, যা ২০০৯-এর শিরোনাম মামলা নম্বর ১৭, বারাসাতের বিজ্ঞ দেওয়ানি জজ (সিনিয়র ডিভিশন) ২ আদালতের আদালতে। উল্লিখিত মামলা দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হয় আবেদনকারী নং ১ এবং একই শেষ পর্যন্ত বরখাস্ত করা হয়েছিল। অতঃপর, ডিড অফ একটি ডিন্ট দ্বারা বদলি তারিখ ১২.১০.২০১০, সুশ্রী সুপ্রিয়া বসু উল্লিখিত সম্পত্তি মিস সংহিতা রায়ের অনুকূলে হস্তান্তর করেন, বিপরীত পক্ষ নং ২ এখানে এবং একই দরখাস্তকারী নং ১ অবহিত করা হয়েছে সুশ্রী সুপ্রিয়া বসু ১২.০১.২০১১ তারিখের একটি অ্যাটর্নমেন্টের চিঠির মাধ্যমে। সুশ্রী সুপ্রিয়া বসু আরও আবেদনকারী নং ১ অনুরোধ নির্দেশনা উল্লিখিত সম্পত্তি প্রতি মাসিক ভাড়া বিপরীত দল নং ২ সেখান থেকে এবং খেলাপি সমস্ত বকেয়া ভাড়া পরিশোধ করুন। অভিযোগ রয়েছে যে আবেদনকারী নং ১ ঋণ খেলাপি হয়েছেন ২০০৭ সালে ভাড়া পরিশোধের জন্য এবং তিনি অ্যাটর্নমেন্টের চিঠি পেয়েছেন। তারপরে বিপরীত দল নং ২ নং আবেদনকারীকে ১০.১২.২০১২ তারিখে প্রস্থান করার নোটিশ জারি করেছে। ১ এবং তার পরে ২০১৩ সালের ২৭ নং টাইটেল স্যুট হিসাবে একটি মামলা চালু করেছে। আবেদনকারী নং ১ বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় যে বলেন, মামলা না করার জন্য খারিজ করা হয়েছে কারণ আবেদনকারী এবং অন্য কিছু প্রতিবেশী মানুষ, যে বস্তুগত সময়ে ছিল বিপরীত দল নং ২ রাজি যে বিবাদ মামলা প্রত্যাহার করা হলে বাছাই করা হবে এবং নিষ্পত্তি করা হবে। সাথে সাথে উল্লিখিত মামলাটি বিপরীত পক্ষের দ্বারা প্রত্যাহার করা হয় নং ২, ডিসেম্বর ২০১৫ মাসে, আবেদনকারী নং ২ কথিত বিপরীত পক্ষ নং প্রস্তাব ৫,০০,০০০/- টাকা শুধুমাত্র উল্লিখিত সম্পত্তি কেনার জন্য।

২ নং বিপরীত পক্ষ উক্ত প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করে এবং অভিযোগ করা হয় যে আবেদনকারীরা ক্ষিপ্ত হয়ে ২ নং বিপরীত পক্ষ এবং তার বাবা-মাকে হুমকি দিতে শুরু করে। এরপরে অভিযোগ করা হয়েছে যে আবেদনকারীরা ২ নং বিপরীত পক্ষ এবং তার বাবা-মায়ের প্রতি বিভিন্ন উপায়ে উপদ্রব ও বিরক্তি সৃষ্টি করতে শুরু করে এবং সম্পত্তিরও ক্ষতি করে। পরিস্থিতি এতটাই গুরুতর হয়ে ওঠে যে ২ নং বিপরীত পক্ষ বিধাননগর (দক্ষিণ) থানায় জিডিই নম্বর ১৪৬২/১৬ তারিখ ২০.০৭.২০১৬ নথিভুক্ত করতে বাধ্য হয়। আরও অভিযোগ করা হয় যে আবেদনকারীরা কখনও নিজেদের সংশোধন করেননি এবং নিয়মিত ভিত্তিতে তারা বিপরীত পক্ষ নং ২-এর প্রতি উপদ্রব ও বিরক্তি সৃষ্টি করছেন। ২ এবং তাকে মারাত্মক পরিণতির হুমকিও দিয়েছিলেন, শেষ পর্যন্ত ২০.০৭.২০১৬-এ, এবং বিপরীত পক্ষ নং ২ অস্থির হয়ে পড়েছে, আবেদনকারীদের এবং তাদের অনুচরদের প্রতিরোধ করার কোনও ক্ষমতা নেই। সবশেষে, বিপরীত পক্ষ নং ২ অভিযোগ করেছে যে শান্তি ও জনসাধারণের প্রশান্তি লঙ্ঘনের গুরুতর আশঙ্কা রয়েছে এবং যদি না আবেদনকারীদের সংযত করা হয় এবং নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের বিজ্ঞ কোর্টের সামনে আবেদনকারীদের এবং তাদের লোক ও এজেন্টদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩ (আজ অবধি সংশোধিত) এর ধারা ১০৭ এর অধীনে একটি কার্যধারা তৈরি করার জন্য প্রার্থনা করা হয়।

৩) একই দিনে বিধাননগরের বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আবেদনটি খতিয়ে দেখে এবং বিরোধী পক্ষের আইনজীবী নং ২-এর শুনানির পর বিধাননগর পুলিশ স্টেশনের সংশ্লিষ্ট ভারপ্রাপ্ত ইন্সপেক্টর একটি তদন্ত করার এবং পরবর্তী শুনানির তারিখের মধ্যে একটি প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন। আরও একটি নির্দেশও দেওয়া হয়েছিল যাতে এলাকায় শান্তি ও প্রশান্তির লঙ্ঘন না হয়।

৪) শুনানির পরবর্তী তারিখে অর্থাৎ ২৯.১১.২০১৬, এখানে আবেদনকারীরা শিক্ষিত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের সামনে একটি অ রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য আবেদন করেছে কারণ বিপরীত পক্ষ নং ২ এখানে বেশ কিছু উপাদান তথ্য চাপা দিয়েছে।

৫) ০৯.১২.২০১৬ তারিখে, বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট একটি দীর্ঘ আদেশ পাস করতে পেরে খুশি হয়েছিলেন এবং এর প্রাসঙ্গিক অংশটি নিম্নরূপ:-

> ".....পুলিশ রিপোর্টে প্রতিফলিত বর্তমান পরিস্থিতি মূল্যায়ন করার পর এবং উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার পর, আমি সন্তুষ্ট যে ও. পি সদস্যদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার যথেষ্ট ভিত্তি রয়েছে, যারা শান্তি ভঙ্গ করতে পারে বা জনসাধারণের শান্তি বিঘ্নিত করতে পারে বা এমন কোনও অন্যায় কাজ করতে পারে যা সম্ভবত এলাকায় শান্তি ভঙ্গ করতে পারে এবং তাই আমি ও. পি সদস্যদের বিরুদ্ধে ধারা ১০৭ ফৌজদারি কার্যবিধির অধীনে একটি কার্যধারা তৈরি করছি, যার মাধ্যমে তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে কেন এক বছরের জন্য শান্তি বজায় রাখার জন্য জামিন ছাড়াই প্রত্যেককে ১০০০/- টাকা (এক হাজার টাকা)-এর বন্ড কার্যকর করার আদেশ দেওয়া উচিত নয়।

৬) এটি বলা হয়েছে যে পুরো ক্রমটিতে একটি লাইন নেই যার দ্বারা দেখা যায় যে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট অকে বিবেচনা করেন বজায় রাখার আবেদন।

৭) আবেদনকারীরা বলেছেন যে এটি একটি ত্রিমাত্রিক আইন যে যদি কোনও আবেদন দায়ের করা হয়, বিশেষত যখন একইটি রক্ষণাবেক্ষণের অযোগ্যতার কথা বলে। সমগ্র চলমান, যে প্রথমে শোনা উচিত এবং তারপর শুধুমাত্র একটি মামলাটি যোগ্যতার ভিত্তিতে এগিয়ে যেতে পারে, যা তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয়নি।

৮) শুনানির পর ০৭.০৫.২০১৯ তারিখের ভিডিও আদেশ (সংশোধনাধীন) উভয় পক্ষের পক্ষ থেকে বিজ্ঞ আইনজীবী উপস্থিত ছিলেন, বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট অবশেষে একটি আদেশ পাস করে খুশি হন। প্রাসঙ্গিক যার অংশ নিম্নরূপ:-

".... অর্থাৎ, সমস্ত দিক বিবেচনা করে, আমি এতদ্বারা আদেশ দিচ্ছি যে;

এই মামলায় ফ্ল্যাট নম্বর জি-৬, ব্লাস্টার-IX , (নবামত কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিমিটেড) সল্ট লেক সিটি, সেক্টর-III , পূর্বাচল হাউজিং এস্টেট পি. এস. বিধাননগর দক্ষিণ কলকাতা-৯৭-এ বসবাসকারী শ্রীমতি মাহুয়া চক্রবর্তী ও শ্রী কৌশিক মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী মুখার্জি এবং শ্রী কৌশিক মুখোপাধ্যায়ের পুত্র দীপেন মুখোপাধ্যায়, ও. পি. সদস্যদের এই এল. ডি. আদালত কর্তৃক জারি করা আদেশ মেনে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সাক্ষর /-

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট

বিধাননগর, উত্তর ২৪ পরগনা "

৯) আবেদনকারীদের পক্ষে বিদ্বান আইনজীবী ২০১৯ সালের সিআরআর ৩৪৬৫ (*রাজেশ প্রসাদ তাঁতি বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য*), তারিখ ০১.০৮.২০২২-এ গৃহীত এই হাইকোর্টের রায়ের উপর নির্ভর করেছেন। যেখানে আদালত -এর অধীনে তাদের এখতিয়ার প্রয়োগ করার সময় একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের দ্বারা অনুসরণ করার জন্য কিছু নির্দেশিকা নির্ধারণ করেছে। ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১১১ আদালত বলেছেঃ-

".....ফৌজদারি কার্যবিধির ১১১ ধারার অধীনে তাদের এক্তিয়ার প্রয়োগ করার সময় হেফাজতে থাকা এই ধরনের ব্যক্তিদের জ্ঞানী নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করার নির্দেশ দেওয়া হলে পণ্ডিত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এখন থেকে নিম্নলিখিত নির্দেশিকা মেনে চলবেনঃ

(ক) প্রোডাকশন ওয়ারেন্টের সঙ্গে বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের একটি অনুলিপি থাকা উচিত।

(খ) কারণ দর্শানোর নোটিশে যে বন্ড প্রকাশ করা হয়েছে তা অত্যধিক বা কার্যকর করা অসম্ভব হওয়া উচিত নয় এবং সংশ্লিষ্ট জেলার দায়রা জজ দ্বারা ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩০২-এর অধীনে মামলায় জামিনের আবেদন করার অনুমতি দেওয়া আদালত কর্তৃক প্রদত্ত বন্ডের প্রকৃতির হতে হবে।

(গ) হাজিরের প্রথম দিনে অভিযুক্ত বা আবেদনকারী যদি প্রতিনিধিত্ব না করেন তবে তাকে অবশ্যই জেলা আইনি সহায়তা পরিষেবা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আইনি প্রতিনিধিত্বের একটি বিকল্প প্রদান করতে হবে।

(ঘ) অভিযুক্ত বা আবেদনকারী যদি "কারণ দর্শান" শব্দের অর্থ বুঝতে না পারেন, তা হলে আদালত তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলি ব্যাখ্যা করবে এবং ফৌজদারি কার্যবিধির ২৫১ ধারায় প্রদত্ত অভিযোগগুলি পড়ে তাকে জিজ্ঞাসা করবে যে তিনি দোষী সাব্যস্ত করেছেন কি না (এই সত্যের পরিপ্রেক্ষিতে যে ফৌজদারি কার্যবিধির ১১৬ ধারার ২য় উপধারায় সমন মামলা উল্লেখ করা হয়েছে)।

(ঙ) ম্যাজিস্ট্রেট এই ধরনের উপস্থাপনের এক মাসের মধ্যে আবেদনকারী বা প্রসিকিউশন দ্বারা উপস্থাপিত হওয়ার উদ্দেশ্যে সাক্ষীদের প্রমাণ রেকর্ডিং শুরু করার জন্য প্রচেষ্টা করবেন।

(চ) যদি ফৌজদারি কার্যবিধির ১১৬ (৩) ধারার অধীনে অভিযুক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা বন্ড জমা দিতে অক্ষম হয়, তবে সেই ক্ষেত্রে তারা বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে তাদের প্রথম হাজিরের তারিখ থেকে হেফাজতে রয়েছে বলে মনে করা হবে এবং যদি ফৌজদারি কার্যবিধির ১১৬ ধারার উপ-ধারা ৬-এ উল্লিখিত তাদের তদন্ত ছয় মাসের মধ্যে শেষ না হয়, তবে আদালত কার্যধারা বন্ধ করে দেবে এবং অভিযুক্ত বা যাদের বিরুদ্ধে কার্যধারা শুরু করা হয়েছিল তাদের মুক্তি দেবে।

(ছ) কোনো অবস্থাতেই আটক ব্যক্তিকে কোনো বিশেষ কারণ উল্লেখ করে ছয় মাসের বেশি সময়ের জন্য তদন্তের মুখোমুখি হতে বলা হবে না.....”

১০) দেখা যায় যে, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক গৃহীত ০৭.০৫.২০১৯ তারিখের সংশোধনীর আদেশটি একটি যুক্তিসঙ্গত আদেশ এবং বন্ডের পরিমাণও অত্যধিক বা কার্যকর করা অসম্ভব নয়। সুতরাং, উপরের নির্দেশিকাগুলি মেনে চলা হচ্ছে (*রাজেশ প্রসাদ তান্তি বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য*, (সুপ্রা))।

১১) শ্রী সৌম্যজিৎ দাস মহাপাত্রর জন্য বিজ্ঞ পরামর্শদাতা আবেদনকারীরা বলেছেন যে বিধাননগরের বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট,

প্রথমে যান্ত্রিকভাবে ফৌজদারি কার্যবিধির ১০৭ ধারার অধীনে আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে বিতর্কিত কার্যধারা শুরু করার নির্দেশ দিয়ে গুরুতর ভুল করেছিল, কেবল বিপরীত পক্ষের দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে ২, যেখানে অভিযোগের আবেদনে এমন কোনও অভিযোগ বা কোনও নির্দিষ্ট ঘটনা উল্লেখ করা হয়নি যা ফৌজদারি কার্যবিধির ১০৭ ধারার অধীনে পরিকল্পিত শান্তি ভঙ্গের সৃষ্টি করে বা যোগ্য হয় এবং তাই এই জাতীয় গুরুতর অবৈধতা এবং অনিয়মের পরিপ্রেক্ষিতে, তাত্ক্ষণিকভাবে কার্যধারা বাতিল হওয়ার যোগ্য।

১২) রাজ্যের পক্ষে বিদ্বান আইনজীবী শ্রী সুদীপ ঘোষ উপস্থিত ছিলেন।

১৩) শ্রী মীর আনোয়ার, বিপরীত পক্ষ নং ২/অভিযোগকারীর পক্ষে বিদ্বান আইনজীবী জমা দিয়েছেন যে বিরোধী পক্ষ নং ২ দ্বারা দায়ের করা লিখিত অভিযোগের বিষয়বস্তু এবং এইভাবে আদেশের বিষয়বস্তু বিদ্বান ম্যাজিস্ট্রেটের সমর্থনের আগে উভয় পক্ষের এবং পুলিশ প্রতিবেদনের মধ্যে বাড়িওয়ালার এবং ভাড়াটিয়ার সম্পর্ক রয়েছে। সংশোধনের অধীনে আইন অনুসারে কোনও হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই।

১৪) ইস্তকার বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য ও আনরে, এসএলপি (সিআরআই) নং থেকে উদ্ভূত ২০২২ সালের ফৌজদারি আপিল নং ২০৩৪-এ ২০২১ সালের ৮৫৮৬। অনুচ্ছেদ ১১ নিম্নরূপঃ-

> *" ১১. যেমনটি লক্ষ্য করা গেছে, ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১০৭ ধারার পরিধি ও প্রকৃতি প্রতিরোধমূলক এবং শাস্তিমূলক নয়। এর লক্ষ্য হল শান্তি লঙ্ঘন যাতে না হয় এবং জনসাধারণের শান্তি যাতে কোনও অন্যায় বা অবৈধ কাজের দ্বারা বিঘ্নিত না হয় তা নিশ্চিত করা। প্রতিরোধমূলক প্রকৃতির এই পদক্ষেপটি কোনও প্রকাশ্য কাজের উপর ভিত্তি করে নয়, বরং জনসাধারণের স্বার্থে সম্ভাব্য বিপদকে প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। অন্য কথায়, এইবিধানটি সুশৃঙ্খল সমাজের সহায়তায় এবং শান্তি ও জনসাধারণের শান্তির জন্য ক্ষতিকারক যে কোনও আচরণ এড়াতে চায়।*

এই বিধানটি ম্যাজিস্ট্রেটকে কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কর্তৃপক্ষ করে যদি তথ্যের ভিত্তিতে তিনি সন্তুষ্ট হন যে এই ধরনের ব্যক্তি হয় শান্তি লঙ্ঘন করতে পারে বা জনসাধারণের শান্তি বিঘ্নিত করতে পারে বা এমন কোনও অন্যায় কাজ করতে পারে যা সম্ভবত একই ফলাফল আনতে পারে। সহজভাবে বলা যায়, কোডের অষ্টম অধ্যায়ের বিধানগুলি নিছক প্রতিরোধমূলক প্রকৃতির এবং শাস্তির বাহন হিসাবে ব্যবহার করা উচিত নয়।

১৫) নথি থেকে এটি স্বীকারযোগ্য বলে মনে হয়ঃ-

i) বাড়িওয়ালার এবং ভাড়াটিয়ার মধ্যে পক্ষগুলির মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে।

ii) দেওয়ানি/মালিকানা মামলা তাদের মধ্যে বিচারাধীন রয়েছে।

iii) আবেদনকারীরা যে ফ্ল্যাটে থাকেন সেই ফ্ল্যাট সম্পর্কিত পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধ বিবেচনা করে বিদ্বান ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশের ভিত্তিতে পুনর্বিবেচনার অধীনে আদেশটি পাস করেন।

iv) বিদ্বান ম্যাজিস্ট্রেট আইন অনুসারে একটি বিস্তারিত, যুক্তিসঙ্গত আদেশ পাস করেছেন এবং রক্ষণাবেক্ষণযোগ্যতার বিন্দু হিসাবে বিবেচিত।

v)

১৬) এইভাবে, এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা ধারা ১০৭ ফৌজদারি কার্যবিধির অধীনে ২০১৬ সালের এমপি নং ৩০-এ সংশোধিত তারিখ ০৭.০৫.২০১৯-এর অধীনে আদেশটি পাস করা হয়েছে।

১৭) ২০১৯ সালের সিআরআর ১৪০৭ হওয়া সংশোধনী আবেদনটি সেই অনুযায়ী খারিজ করা হয়েছে।

১৮) আবেদনকারীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এই আদেশের তারিখ থেকে এক মাসের মধ্যে ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১০৭-এর অধীনে ২০১৬-র এম. পি. নং ৩০-এর ০৭.০৫.২০১৯ তারিখের আদেশে বিদ্বান নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, বিধাননগরের নির্দেশ অনুযায়ী বন্ড জমা দিতে। ১বিদ্বান ম্যাজিস্ট্রেট - আইন অনুসারে অগ্রসর হবেন।

১৯) সমস্ত সংযুক্ত আবেদন, যদি থাকে, নিষ্পত্তি হয়ে যায়।

২০) অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ, যদি থাকে, খালি হয়ে যায়।

২১) এই রায়ের অনুলিপি বিদ্বানের আদালতে পাঠানো হবে প্রয়োজনীয় সম্মতির জন্য এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট।

২২) এই রায়ের জরুরী প্রত্যয়িত ওয়েবসাইট অনুলিপি, যদি আবেদন করা হয়, সমস্ত প্রয়োজনীয় আইন মেনে চলার পরে দ্রুত সরবরাহ করা হবে আনুষ্ঠানিকতা।

(বিচারপতি শম্পা দত্ত (পল))

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly